রেল বার্তা

মেট্রো রেলে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবস পালন

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতরত্ন ডঃ বি আর আম্বেদকরের ৬২তম মহাপরিনির্বাণ দিবস গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে বুধবার পালন করা হল মেট্রো রেল ভবনে। মেট্রো রেল কলকাতার জেনারেল ম্যানেজার অজয় বিজয়বর্গীয় ভারতরত্ন ডঃ বি আর আম্বেদকরের ছবিতে এদিন মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া মেট্রো রেলের অন্যান্য অফিসার এবং কর্মীরা হাজির ছিলেন অনুষ্ঠানে। তাঁরাও ডঃ আম্বেদকরের ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

মহাপরিনির্বাণ দিবস পালন করল পূর্ব রেল

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেল বুধবার ফেয়ারলি প্লেসের সদর দফতরে ভারতরত্ন ডঃ বি আর আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করল। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রাও সমগ্র পূর্ব রেল পরিবারের তরফে ভারতরত্ন বাবাসাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকরের ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এই উপলক্ষে গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে রাও বলেন, গণতান্ত্রিক ভারত গড়ে তোলায় তাঁর অবদান মানুষ চিরকাল মনে রাখবে। দেশের মানুষকে তিনি উপহার দিয়েছেন সংবিধান। পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের উন্নতির জন্য বাবাসাহেব যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার উল্লেখ করেন তিনি। সামাজিক ন্যায়বিচার দানে তাঁর অনুপ্রেরণা প্রত্যেক ভারতীয়ের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে দাবি করেন রাও। বাবাসাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবসে আরও যাঁরা শ্রদ্ধা জানান, তাঁরা হলেন পূর্ব রেলের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার সুধীর আগরওয়াল এবং অন্যান্য প্রিন্সিপাল অফিসার ও কর্মীরা। পূর্ব রেলের সদর দফতর ছাড়াও হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ও মালদহ ডিভিশনে মহাপরিনির্বাণ দিবস পালন করা হয়। এছাড়া পূর্ব রেলের লিলুয়া, কাঁচরাপাড়া ও জামালপুর এই তিনটি ওয়ার্কশপে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় বাবাসাহেব আম্বেদকরকে।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে ভীমরাও আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবস পালন

স্টাফ রিপোর্টার : চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের বাদওয়ার হলে বুধবার ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবস পালন করা হয়। সিএলডব্লু'র অধিকাংশ সিনিয়র অফিসার ও কর্মী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল ম্যানেজার ভি পি পাঠক ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। তিনি ডঃ আম্বেদকরের ছবিতে মালা দেন ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। সিএলডব্লু'র তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি সংস্থার জোনাল প্রেসিডেন্ট সুভাষ চন্দ্র ব্রহ্ম সংস্থার অন্য সদস্যদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। সিএলডব্লু'র জেনারেল ম্যানেজার ভি পি পাঠক এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডঃ আম্বেদকরের জীবনের উপর আলোকপাত করেন। তিনি ডঃ আম্বেদকরের পথ অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ দেন। সেইসঙ্গে পাঠক আরও বলেন, ডঃ আম্বেদকরের পথই একমাত্র সামাজিক ঐক্য ও সমৃদ্ধি আনতে পারে। প্রসঙ্গত, সিএলডব্লুতে প্রতি বছর অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবস পালন করা হয়। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও শ্রদ্ধার সঙ্গে দিনটি পালন করলেন সিএলডব্লু'র কর্মীরা।

প্রতিবন্ধী শিশুদের মেট্রো ভ্রমণ

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার মেট্রো রেলে উমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এবং লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা অ্যাকাডেমিয়ার যৌথ উদ্যোগে একটি মেট্রো রাইডের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের কবি সুভাষ থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত মেট্রো ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়, আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় কবি সুভাষ স্টেশনে। এমআরডব্লুডব্লুও'র প্রেসিডেন্ট সঙ্গীতা বিজয়বর্গীয় এরপর প্রতিবন্ধী শিশুদের হাতে রং পেন্সিল, পেন্সিল বক্স তুলে দেন। চলন্ত মেট্রোতে যে শিশুরা ড্রইং ও পেন্টিংয়ে অংশ নেয় তাদেরই এই পুরস্কার দেওয়া হয়। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ এই সফরের আয়োজন করে অত্যন্ত খুশি। কারণ শিশুরা পুরো সফরটিকেই গ্রহণ করেছে আনন্দের সঙ্গে।

গুজরাত নির্বাচনের আগে কংগ্রেস সহ সভাপতির বিরুদ্ধে বিজেপি নেতাদের ক্রমাগত ক্ষোভ

রাহুলকে কখনও 'পৈতেধারী', কখনও 'মৌলানা', কখনও 'বাবর ভক্ত' বলে আক্রমণ

নয়াদিল্লি/আহমেদাবাদ, ৬ ডিসেম্বর : গুজরাতের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই মেরুকরণের রাজনীতি শুরু করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। গুজরাত বিধানসভায় বিভিন্ন সংস্থার আগাম পোলের ফলাফল প্রকাশ যত পাচ্ছে, তত মরিয়া হয়ে উঠছে দল। এইসব পূর্বাভাসে অবশ্য দেখা গেছে, বিজেপি ফের ক্ষমতায় আসছে, তবে তাদের শক্তি যথেষ্ট কমছে। আর এটাই মেনে নিতে পারছে না বিজেপি। কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধি যেভাবে গুজরাতের মাটি কামড়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন, তাতে একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আক্রমণকে নামিয়ে এনেছে বিজেপি।

সোমনাথ মন্দিরের রেজিস্ট্রারে অহিন্দুর কলামে তিনি স্বাক্ষর করেছেন বলে হইচই শুরু করে তারা। কংগ্রেসের তরফে বলা হয়, রাহুলের পরিবার শিবসাধক। কাজেই সোমনাথ মন্দিরে ঢুকে তিনি অন্যায় করেননি। রাহুল পৈতেধারী ব্রাহ্মণ। এরপরই রাহুলকে আক্রমণ করে বিজেপি বলতে শুরু করেছে নানারকম ভাবে নিজেকে তুলে ধরছেন রাহুল। গুজরাতে তিনি পৈতেধারী তো উত্তর প্রদেশে মৌলানা, আবার কোথাও তিনি বাবরভক্ত ও আলাউদ্দিন খিলজির আত্মীয়।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে বহুদিন পরে রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলার শুনানি ছিল। এই শুনানি শেষ শুনানি। কিন্তু এই মামলায় সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের আইনজীবী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিব্বাল দাবি করেন, ২০১৯ সালের জুলাইয়ে দেশের সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত রাম জন্মভূমি মামলার রায়দান স্থগিত রাখতে হবে। কার্যত বিভিন্ন পক্ষে মতামত শোনার পর শীর্ষ আদালত শুনানি ২০১৮'র ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়।

আর এরপরেই বিজেপি আরও ক্ষুব্ধ হয়ে মেরুকরণের রাজনীতি তীব্র করে তুলতে চাইছে। ২০১৯-এর জুলাইয়ের পর এই মামলার রায়দানের অর্থ দেশে আরও একটি সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়া। বিজেপি তবে রামমন্দির ইস্যুকে কাজে লাগাতে পারবে না। ফলে বেজায় চটেছে তারা।

ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা জিভিএল নরসিমা রাও বুধবার কংগ্রেসের সহ সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেছেন, রাহুল গান্ধি বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির আহ্বায়ক জাফরিয়াদ জিলানি এবং আমিন প্রধান আসাউদ্দিন ওয়েসির সঙ্গে হাত মিলিয়ে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করছেন। বিজেপির এই জাতীয় মুখপাত্রের দাবি, রাহুল গান্ধি নিশ্চয়ই বাবরভক্ত এবং আলাউদ্দিন খিলজির আত্মীয়। তাই রাম মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করছেন। রাও ট্যুইট করে আরও বলেছেন, নেহরু বংশ ইসলামিক আক্রমণকারীদেরই সবসময় প্রশংসা করে এসেছে। তাদের হাস্যকর অনুকরণ করেছে।

সুপ্রিম কোর্ট সাধারণ নির্বাচন ২০১৯ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে না দিলেও এই মামলার শুনানি ২০১৮'র ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছে। এতেই ক্ষুব্ধ বিজেপি। নরসিমা রাওয়ের মতোই বিজেপির আর এক মুখপাত্র সম্বিত পাত্রও বুধবার বলেছেন, রাহুল গান্ধির ধর্মাচরণ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। পাত্র'র দাবি, কংগ্রেস নেতা পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁর ধর্ম পাল্টান। আসলে ভোটের বাজারে ফায়দা লুটতেই এই কাজ করেন তিনি। তাই উত্তর প্রদেশে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তিনি হয়ে যান পৈতেধারী ব্রাহ্মণ, আবার কোথাও হয়ে যান মৌলানা। রাহুল এ নিয়ে আগেই জবাব দিয়েছেন।

তাঁর দাবি, গান্ধি পরিবার ভগবান শিবের ভক্ত। রাহুল গান্ধি যেদিন সোমনাথ মন্দিরে যান সেদিন সেখানকার একটি রেজিস্ট্রারে তাঁর নাম স্বাক্ষর করেন। বিতর্কের সূত্রপাত ওই স্বাক্ষর থেকেই। যদিও রাহুল নিজে সেই বিতর্কের অবসান করতে চেয়েছেন। কিন্তু বিজেপি ইস্যুটি এখনও ধরে রেখেছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রামমন্দির নিয়ে দ্বিচারিতার অভিযোগ এনেছে বিজেপি। তারা দাবি করেছে, একদিকে রাহুল গান্ধি গুজরাত নির্বাচনের আগে মন্দিরে যাচ্ছেন, অন্যদিকে তারাই আবার রাম মন্দির নির্মাণে কাজ পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। কংগ্রেসের এই দ্বিচারিতাকে তীব্র আক্রমণ করে বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেছেন, কেন কংগ্রেস এই ইস্যুতে দ্বিচারী ভূমিকা পালন করছে, তা ব্যাখ্যা করে বোঝাক জনসাধারণকে।

জেএনইউতে বাবরি মসজিদ নিয়ে আলোচনা বাতিল, ক্ষুব্ধ স্বামী

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ২৫ বছর উপলক্ষে জেএনইউ-এর কয়না হস্টেলে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন হয়। আলোচনার বিষয় ছিল 'কেন অযোধ্যায় রামমন্দির?' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ইভেন্ট বাতিল করে স্পষ্ট জানিয়েছেন, হস্টেলে কোনওরকম আলোচনার ব্যবস্থা করা যাবে না। প্রসঙ্গত, এই আলোচনায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল বিজেপির ফায়ার ব্র্যান্ড সাংসদ ডঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর। বুধবার সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় আলোচনা বাতিল করার কথা। এরপর আয়োজনকারী ছাত্ররা তো বটেই, এমনকি সাংসদও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে স্বামী বলেন, এই ঘটনা বামেদের অসহিষ্ণুতার ফল। জেএনইউ কর্তৃপক্ষ তাঁকে মতামত দিতে না দিয়ে নিজেদেরই হাস্যকর করলেন। তারা আশঙ্কিত। আমরা ধারণা, যুবকদের প্রভাবিত করবে। ট্যুইট করে স্বামীর কাছে এ সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হলে পাল্টা ট্যুইট করে স্বামী এই মন্তব্য করেন। তিনি এদিন শুধু বামেদের নয়, কংগ্রেস নেতা ও বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিব্বালকেও একহাত নেন। সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের আইনজীবী সিব্বাল মঙ্গলবার আদালতে বলেন, বিজেপি এ নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছে।

স্বামী দাবি করেন, বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমির শুনানি শুরু হয়েছে। অথচ এখনই কপিল সিব্বাল বলেছেন, এই মামলা জনমতকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই এই মামলার রায় ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরই দেওয়া উচিত। স্বামীর প্রশ্ন, কেন মামলার রায়দান এত বিলম্বিত হবে? সিব্বাল আসলে মামলাটিকে রাজনীতির রং দিতে চাইছেন। রীতিমতো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্বামী দাবি করেন, এই মামলায় তারাই জিতবেন। কারণ যেসব তথ্যের উপর মামলাটি চলছে, তাতে জয় সহজেই আসবে। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট সিব্বালের দাবি মেনে ২০১৯-এর জুলাই পর্যন্ত মামলার শুনানি পিছিয়ে দেয়নি। ২০১৮'র ৮ ফেব্রুয়ারি শুনানির পরবর্তী দিন ধার্য হয়েছে। জেএনইউ কর্তৃপক্ষ এরকম একটি বিষয় নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী নন বলে জানা গেছে।

চেন্নাইয়ে বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণের দাবিতে সোচ্চার এই মহিলা।

উত্তর প্রদেশে সিনেমা হলের মধ্যে কিশোরীকে গণধর্ষণ, ধৃত ২

মিরাট, ৬ ডিসেম্বর : উত্তর প্রদেশে যোগী সরকার কুর্সিতে বসার পর সেখানে গণধর্ষণ বেড়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। মেয়েদের বিরক্ত করলে যিনি 'অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড' তৈরি করেছিলেন, তিনি এখন এ বিষয়ে তত গুরুত্ব দেন না বলেও অভিযোগ। অখিলেশ যাদব ক্ষমতায় থাকার শেষ দিনগুলিতে বুলন্দশহরে মা ও মেয়েকে গণধর্ষণ করা হয়। সেই ঘটনা নিয়ে উত্তাল হয় রাজনীতি। বিজেপিও তখন এর প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এমনকি উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনেও বুলন্দশহর গণধর্ষণ কাণ্ড বড় ইস্যু হয়ে উঠেছিল। অথচ যোগী সরকার ক্ষমতায় আসার পরও রাজ্যে গণধর্ষণ তো কমেইনি, বরং বেড়ে চলেছে। উত্তর প্রদেশের মিরাট জেলায় এক কিশোরীকে সিনেমা হলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে দুই দুষ্কৃতী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুই দুষ্কৃতীর একজন কিশোরীটির পূর্ব পরিচিত। সে তাকে শপিং করার জন্য মঙ্গলবার মাওয়ানায় আসতে বলে। নির্ধারিত সময়ে কিশোরীটি মাওয়ানায় পৌঁছে গেলে দু'জনে কিছু শপিং করে। তারপর একটি সিনেমা হলে ঢোকে। সেখানে অপেক্ষা করছিল দ্বিতীয় অভিযুক্ত। ফিল্ম শুরু হতেই দুই দুষ্কৃতী কার্যত জোর করে মেয়েটিকে সিনেমা হলের ব্যালকনিতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। অবশ্য অপরাধের পর তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয় তারা।

তরুণ তেজপালের আবেদন সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বম্বে হাইকোর্টকে নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : বম্বে হাইকোর্টে মুক্তির আবেদন করে মামলা করেছিলেন তহেলকা প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক তরুণ তেজপাল। কিন্তু সেই আবদনের কোনও নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট বুধবার বম্বে হাইকোর্টের কাছে যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত তহেলকা প্রতিষ্ঠাতা তরুণ তেজপালের আবেদনের সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিল বম্বে হাইকোর্টকে। এই মামলার শুনানি দিনের পর দিন বন্ধ আছে। বম্বে হাইকোর্টকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে শীর্ষ আদালত বলেছে, যৌন হেনস্থার মামলাগুলির দ্রুত ফয়সালা করতে হবে। কোনও অজুহাতেই নিম্ন আদালতগুলি এ সম্পর্কে কোনওরকম ঢিলেমি করতে পারবে না। ২০১৩ সালের নভেম্বরে তহেলকা গ্রুপ গোয়ায় 'থিঙ্ক ফেস্ট' ইভেন্টের আয়োজন করে। এই ইভেন্টে অংশ নিতে তরুণ তেজপাল ও বেশকিছু সাংবাদিক গোয়ায় যান। হোটেলের লিফট থেকে নামার সময় এক জুনিয়র সহকর্মীকে যৌন হেনস্থা করার অভিযোগ ওঠে তেজপালের বিরুদ্ধে। তহেলকা প্রতিষ্ঠাতা প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে পুলিশি জেরায় তিনি দোষ স্বীকার করেন।

তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে চার্জশিটে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারা ও ৩৭৬ ধারা সহ আরও একাধিক ধারায় অভিযোগ এনেছে। তেজপালের আইনজীবী বুধবার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ বিজয়া পল এই নিয়ে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। অবশ্য একইসঙ্গে তিনি বলেন, পুলিশ চার্জশিটে যাই লিখুক না কেন তেজপালের পক্ষে তা হতাশার কারণ হবে না।

টাকা দিয়ে ছেলেদের ভাল স্কুলে ভর্তি করতে না পেরে আত্মঘাতী বাবা

বেঙ্গালুরু, ৬ ডিসেম্বর : বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা রীতেশ কুমার (৩৫) আর পাঁচজনের মতোই চেয়েছিলেন ছেলেদের সেরা স্কুলে ভর্তি করতে। কিন্তু ঈশ্বর বাধ সাধলেন। তাই আত্মঘাতী হতে হল তাঁকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রীতেশ বিভিন্ন জনের কাছ থেকে খবর পেয়ে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার জন্য আদিত্য বাজাজকে ধরেন।

আদিত্য টাকা নিয়ে বাচ্চাদের ভর্তি করে দেয় স্কুলে বলে জানতে পেরেছিলেন রীতেশ। সেইমতো তাঁর ৭ ও ৩ বছরের দু'টি বাচ্চাকে বেঙ্গালুরুর কোনও সেরা স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার জন্য আদিত্যকে অনুরোধ করেন রীতেশ। আদিত্য তাঁকে আশ্বাস দেন। কিন্তু এজন্য ৬ লক্ষ টাকা চান। রীতেশ অগ্রিম হিসেবে আড়াই লক্ষ টাকা দেন। আশায় আশায় দিন গুনছিলেন রীতেশ। বেশ খোশমেজাজেও ছিলেন। কিন্তু স্কুলে ভর্তির পরীক্ষার দিন চলে যায়। অন্য বাচ্চারা ভর্তি হয়ে যায়। অথচ তাঁর ছেলেরা কোনও স্কুলেই ভর্তি হতে পারে না। রাগে-দুঃখে আদিত্য'র কাছ থেকে তিনি টাকা ফেরত চান।

আদিত্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে তাঁর একটি ছেলে ভর্তি হতে পারবে এই আশ্বাস দেন। আর রীতেশকে ফেরত দেন ১.২৫ লক্ষ টাকা। বাকি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য আরও ১০ দিন সময় চান।কিন্তু ক্ষুব্ধ রীতেশ তার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি

পুরো টাকাই ফেরত চান। আদিত্য টাকা ফেরত দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করতে থাকায় জে পি নগরের ফেজ-২ তে পৌঁছে যান রীতেশ। সঙ্গে করে নিয়ে যান এক বোতল পেট্রোল। আদিত্যকে ভয় দেখিয়ে পুরো টাকাই ফেরত চান। কিন্তু আদিত্য ফেরত দিতে না পারায় সেই পেট্রোল নিজের গায়ে ঢেলে তাতে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে দেন। সম্ভবত রীতেশ ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা ভয়াবহ ঘটনায় পরিণত হয়। আদিত্য'র অফিসের কর্মীরাই রীতেশকে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু অগ্নিদগ্ধ রীতেশের মৃত্যু হয় পরদিন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আদিত্য শেষ মুহূর্তে রীতেশকে থামাতে যাওয়ায় তার হাত-পা'ও বেশ কিছুটা পুড়েছে। আদিত্যকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারা (আত্মহত্যার প্ররোচনা) এবং ৪২০ (প্রতারণা) র অভিযোগ এনেছে। এদিকে রীতেশের স্ত্রী পারুল মহেনসারিয়া জানিয়েছেন, আদিত্য রীতেশকে কোনওমতেই টাকা ফেরত দিতে চায়নি। বার বার টাকা ফেরত চেয়ে ব্যর্থ রীতেশ তার সামনে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার হুমকি দেয়। কিন্তু তাতেও টলেনি আদিত্য। রীতেশের স্ত্রীর আরও দাবি, আদিত্য এরপর পালিয়ে বেড়াতে শুরু করে। এমনকি গত কয়েকদিন মোবাইল ফোনে সে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা অস্বীকার করছিল।

পুলিশ আদিত্যর টিউশন সেন্টারটি বন্ধ করে দিয়েছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। জানা গেছে, আদিত্য এভাবে আরও অনেক বাবা-মাকে ঠকিয়েছে। ছেলেমেয়েকে ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার নাম করে সে টাকা রোজগার করত।